CPS

ফৌজদারিতে সোপর্দকরণ (প্রসিকিউশন)

ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

কী ভাবে ফৌজদারি সোপর্দকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এই লিফলেটটি তা ব্যাখ্যা করে।

Prosecutions - The decision to prosecute
Bengali edition, 2010

2010

ফৌজদারিতে সোপর্দকরণ (প্রসিকিউশন)

ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

কী ভাবে ফৌজদারি সোপর্দকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এই লিফলেটটি তা ব্যাখ্যা করে।

এই লিফলেটটি এটা ব্যাখ্যা করে যে ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তসমূহ কী ভাবে নেয়া হয়।

দ্য ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (সিপিএস) (The Crown Prosecution Service -CPS) হল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এ ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের বিষয়ের ব্যাপারে সাধারণ জনগণের জন্য প্রধান পরিষেবা। জানুয়ারি 2010-এ এটির রেভেনিউ এন্ড কাস্টম্‌স প্রসিকিউশনস অফিস (Revenue and Customs Prosecutions Office)-এর সাথে একীভুত হয়ে যায়। এর প্রধান হলেন ডাইরেক্টর অব পাবলিক প্রসিকিউশনস (ডিপিপি) (Director of Public Prosecutions -DPP), ঐ একই ব্যক্তিই হলেন আবার ডাইরেক্টর অব রেভেনিউ এন্ড কাস্টমস প্রসিকিউশনস (Director of Revenue and Customs Prosecutions)-ও। অ্যাটর্নি জেনারেল (Attorney General)-এর তত্ত্বাবধানে ডিপিপি স্বাধীনভাবে তার কার্যাবলী পরিচালনা করেন, যিনি প্রসিকিউশন সার্ভিস-এর কাজের জন্য পার্লামেন্ট-এর জন্য দায়বদ্ধ থাকেন।

সূচিপত্র

পটভূমি	3
দ্য কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটরস	4
ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত	5
অপরাধের ভুক্তভোগীরা	8
দ্য থ্রেসহোল্ড টেস্ট	8
অভিযোগসমূহের নির্বাচন	9
আউট-অব-কোর্ট ডিসপোজাল	9
শিশু-কিশোর	10
দোষ স্বীকার	11
ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা	11
ভিক্টিম সাপোর্টলাইন	12
অভিযোগ	12
প্রয়োজনীয় যোগাযোগ	13

পটভূমি

1986 সালে সিপিএস গঠন হবার পূর্বে, মামলাদি আদালতে নেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিত পুলিশ।

এখন সিপিএস সিদ্ধান্ত নেয় যে কাউকে আদালতে সোপর্দ করা উচিত কি না। তবে মামলাকৃত অপরাধের ব্যাপারে তদন্ত এখনো পুলিশই করে থাকে।

আরো গুরুতর বা জটিল মামলাদির ব্যাপারে, কাউকে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হবে কি না আর দোষী সাব্যস্ত করে থাকলে কী অপরাধে করা হবে - এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ফৌজদারী মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবি নিয়ে থাকেন। যেসব মামলার ব্যাপারে পুলিশ অপরাধ নির্ধারণ করে, সেসব ক্ষেত্রে তারা একই নীতিমালা অনুসরণ করে।

দ্য কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটরস (Code for Crown Prosecutors) ও কোন নির্দিষ্ট মামলার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিমালাসমূহ ব্যবহার করে আমরা মানুষকে ফৌজদারিতে সোপর্দকরণ করা হবে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিই।

দ্য কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটরস

দ্য কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটরস (দ্য কোড) (The Code for Crown Prosecutors -the Code) হল সাধারণ জনগণের জন্য একটি দলিল যেটি মামলাদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময় প্রসিকিউটরদের (ফৌজদারী মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবি) জন্য নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়। দ্য কোড-এর সাথে দ্য কোর কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড (Core Quality Standards) নামের আরেকটি পুস্তিকা রয়েছে। একসাথে এই দু'টি দলিল জনগণকে প্রসিকিউটরদের কাজকর্মের ব্যাপারে জানতে সাহায্য করে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রসিকিউটরেরা কী ভাবে তাদের সিদ্ধান্তগুলো নেন এবং ফৌজদারি সোপর্দকরণের কাজের প্রতিটি ধাপে অবদান রাখতে প্রসিকিউশন সার্ভিস কতটুকু সংকল্পবদ্ধ। আপনি স্থানীয় সিপিএস অফিস বা সিপিএস ওয়েবসাইট www.cps.gov.uk থেকে উভয় দলিলের কপি পেতে পারেন।

যদিও প্রতিটি মামলাই আলাদা ধরণের এবং প্রতিটিকেই এটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা অনুসারেই বিবেচনা করা উচিত, তবুও নির্দিষ্ট কতগুলো সাধারণ নীতিমালা রয়েছে যেগুলোকে প্রসিকিউটরদের প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রেই অনুসরণ করতে হবে। তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ, স্বাধীন ও বাস্তবসম্মত হতে হবে। কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি, ভুক্তভোগী বা সাক্ষীর জাতি বা জাতীয়তা, লিঙ্গ, অক্ষমতা, বয়স, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক মতামত, যৌন প্রবণতা বা লিঙ্গজনিত পছন্দের মত বিষয়ের ব্যাপারে নিজস্ব মতামতকে প্রসিকিউটরেরা কোন ভাবেই তাদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে দিতে পারবেন না।

সঠিক অপরাধের জন্য সঠিক অপরাধীর শাস্তি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা তাদের কর্তব্য। এটি করতে, প্রসিকিউটরদেরকে সুবিচারের জন্যই কাজ করতে হবে এবং কেবল দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যেই নয়।

ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিটি মামলাই প্রসিকিউশন সার্ভিস পর্যালোচনা করে দেখে যে এটির ব্যাপারে ফৌজদারিতে সোপর্দকরণ ঠিক পদক্ষেপ কি না। আরো গুরুতর বা জটিল মামলাসমূহের ক্ষেত্রে প্রসিকিউটরেরা কোন ব্যক্তিকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে কি না সে ব্যাপারের জন্য ও অভিযুক্ত করা হলে কী অপরাধে করা হবে - এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য দায়বদ্ধ।

কোন মামলা আদালতে যাওয়া উচিত কি না তা নির্ধারণ করতে প্রসিকিউটরেরা যথাযথ পরিস্থিতির জন্য বিকল্পগুলোকে বিবেচনা করেন। এর অন্তর্ভুক্ত হল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণ বা শর্তাধীন সতর্কীকরণ, বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি, সতর্কবাণী বা শর্তাধীন সতর্কীকরণ।

আমরা যখন পুলিশের কাছ থেকে একটি ফাইল পেয়ে থাকি, তখন একজন প্রসিকিউটর কাগজপত্রগুলো পড়ে সিদ্ধান্ত নেন যে আসামীপক্ষের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে কি না এবং জনস্বার্থের জন্য এটি ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের প্রয়োজন আছে কি না। পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারার কারণে প্রসিকিউটর মামলাটিকে নিরন্তর পর্যালোচনা করেন। যদি প্রসিকিউটর অভিযোগ পরিবর্তন বা মামলার সমাপ্তি ঘোষণা করার কথা ভাবেন, তবে তিনি যখনই সম্ভব পুলিশের সাথে যোগাযোগ করবেন। পুলিশ এতে ঐ সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোন তথ্যপ্রমাণ প্রদানের সুযোগ পায়।

যদিও পুলিশ ও প্রসিকিউটর খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন, আমরা একে অপরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং যেসব অভিযোগ তোলা হয় সেগুলোর ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রসিকিউশন সার্ভিস-এর উপরই নির্ভর করে।

প্রসিকিউটরদের সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় নিজেদেরকে নিম্নলিখিত দু'টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে

আসামীপক্ষের বিরুদ্ধে কি যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে?

বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে অবশ্যই 'অভিযোগ প্রমাণিত হবার বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা' প্রমাণের জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকতে হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হবার বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা হল অস্তিত্ব নির্ভর একটি পরীক্ষা। এর অর্থ হল যে একজন জুরি বা ম্যাজিস্ট্রেট বেঞ্চ বা বিচারক একা কোন মামলার বিস্তারিত শুনলে, তারা ঠিকভাবে পরিচালিত হলে ও আইনানুসারে কাজ করলে উত্থাপিত অভিযোগে কোন বিবাদীকে সাজা না দেবার চাইতে সাজা দেবার সম্ভাবনাই বেশী। এটি ক্রিমিনাল কোর্টসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অবশ্য অনুসরণীয় পরীক্ষাটি থেকে ভিন্ন। ম্যাজিস্ট্রেট বা জুরির কেবল তখনই কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত যখন তারা নিশ্চিত থাকবেন ঐ ব্যক্তিটি দোষী।

ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের জন্য যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় প্রসিকিউটরদের উচিত হবে সাক্ষ্যপ্রমাণগুলো আদালতে ব্যবহার করা যাবে কি না এবং এগুলো নির্ভরযোগ্য কি না তা বিবেচনা করা। এর অর্থ হচ্ছে যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পূর্বে তাদেরকে অবশ্যই সকল সাক্ষীর কাছ থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের মান নির্ণয় করতে হবে। যখন এটা মনে করা হবে যে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য বা কোন জটিল মামলাকে আরো ভাল করে বোঝার জন্য এটি উপকারী হবে, তখন একজন সুপ্রশিক্ষিত ও অনুমোদিত প্রসিকিউটরকে সাক্ষীর একটি প্রি-ট্রায়াল সাক্ষাৎকার নিতে হবে। কোন মামলা বন্ধ করে দেবার অর্থ এই নয় যে প্রসিকিউটর একজন সাক্ষীকে বিশ্বাস করেছেন এবং অন্যজনকে করেননি।

যতই গুরুতর বা স্পর্শকাতর হোক না কেন, অভিযোগ প্রমাণিত হবার সমূহ সম্ভাবনা না থাকলে মামলাকে আর চালিয়ে নেয়া যাবে না।

অভিযোগ প্রমাণিত হবার বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা থাকলে প্রসিকিউটর পরবর্তী প্রশ্নটি করবেন।

জনস্বার্থের জন্য কি ফৌজদারিতে সোপর্দকরণ প্রয়োজন?

এই দেশে কখনোই এমন কোন আইন ছিল না যেটিতে যে কোন অপরাধের জন্যই অপরাধীকে ফৌজদারিতে সোপর্দ করতে হবে। তাই প্রতিটি মামলাতেই প্রসিকিউটরকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে জনস্বার্থের জন্য ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের প্রয়োজন আছে কি না।

সাধারণ ক্ষেত্রে ফৌজদারিতে সোপর্দকরণ ঘটবে। কেবল যদি প্রসিকিউটর নিশ্চিত থাকেন যে জনস্বার্থ ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের চাইতে না করার পক্ষে বেশী রয়েছে, বা যদি না তিনি মনে করেন যে জনস্বার্থ পুরোপুরি রক্ষা করা হবে যদি বিবাদীকে প্রথমেই কোর্টের বাইরে ফয়সালা করার সুযোগ দেয়া হয়।

ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলতে পারে জনস্বার্থজনিত এমন কারণসমূহ ভিন্ন ভিন্ন মামলার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অপরাধ বা অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধজনিত আচরণের রেকর্ড যত গুরুতর হবে, জনস্বার্থের জন্য ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের ব্যবস্থা হবার সম্ভাবনা তত বেশি থাকবে। অন্যদিকে, ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের প্রয়োজন নাও হতে পারে, যেমন আদালতের যদি নামমাত্র কোন শাস্তি বিধানের সম্ভাবনা দেখা যায় বা অপরাধজনিত ক্ষয় বা ক্ষতি ন্যূনতম হয়ে থাকে ও এটি কেবল একটি একক ঘটনার ফলাফল হয়ে থাকে।

অপরাধের ভুক্তভোগীরা

জনস্বার্থের জন্য ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের প্রয়োজন আছে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময় প্রসিকিউটরদের উচিত হবে অপরাধের প্রভাব সম্পর্কে ভুক্তভোগীর যে কোন ধরণের মতামতের দিকে নজর দেয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনজীবিদেরকে ভুক্তভোগীর পরিবারেরও মতামত নেয়া উচিত হবে। তবে উকিলরা যেভাবে তাদের গ্রাহকদের জন্য কাজ করেন ফৌজদারি পরিষেবা ঠিক সেভাবে ভুক্তভাগী বা তার পরিবারের জন্য কাজ করেন না, আর প্রসিকিউটরদেরকে অবশ্যই জনস্বার্থের বিষয়ে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

দ্য থ্রেসহোল্ড টেস্ট

কিছু মামলা আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে অভিযোগের পর কাউকে জামিনে মুক্তি দেওয়াটা উচিত হবে না, যেখানে ‘অভিযোগ প্রমাণিত হবার সমূহ সম্ভাবনা’ থাকার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ তখন পর্যন্ত যদি না থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অভিযোগের পূর্বের সীমিত সময়ের মধ্যে মেডিকেল বা অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়া যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে, প্রসিকিউটরেরা থ্রেসহোল্ড টেস্টটি প্রয়োগ করেন। এই টেস্টটি প্রয়োগ করতে, এই বিষয়গুলো বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট যুক্তি থাকতে হবে: যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলবে; পরিস্থিতিসমূহের গুরুত্ব অভিযোগের উপর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে; এবং জামিন নাকচ করার আরো কারণ রয়েছে।

অভিযোগসমূহের নির্বাচন

কোন অভিযোগ পর্যালোচনা করার সময় প্রসিকিউটরকে এটা বিবেচনা করতে হবে যে আসামীপক্ষের বিরুদ্ধে করা অভিযোগসমূহ সঠিক কি না। তাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে অভিযোগগুলো অপরাধের গুরুত্ব ও বিস্তারের সঠিক প্রতিফলন ঘটায় এবং আদালতকে শাস্তি প্রদানের যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করে। অভিযোগ নির্বাচন ও সংখ্যা যাতে আদালতে সঠিক ও সহজ উপায়ে মামলার বর্ণনা নিশ্চিত করে সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এর অর্থ হল সময়ে সময়ে একজন প্রসিকিউটর আসামীপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ পরিবর্তন করতে পারেন যদি তিনি মনে করেন যে অপরাধের পরিস্থিতিকে তা আরো বেশি মানাবে।

আউট-অব-কোর্ট ডিসপোজাল

অপরাধের গুরুত্ব ও পরিণতি বিবেচনা করার পর যথাযথ মনে হলে প্রসিকিউটরেরা শর্তাধীন সতর্কবাণী দিতে পারেন। একটি শর্তাধীন সতর্কবাণীর অর্থ অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া নয় তবে এটি আইনভঙ্গকারীর ক্রিমিনাল রেকর্ডের একটি অংশ হয়ে যায় এবং পরবর্তী কোন মামলাতে উপস্থাপন করা হতে পারে। আইনভঙ্গকারী পুনরায় আইন ভঙ্গ করলেও এটিকে বিবেচনায় নেয়া হতে পারে।

কেবল প্রসিকিউটরেরাই শুধুমাত্র ক্রাউন কোর্ট-এ শ্রবণযোগ্য কোন অপরাধের জন্য আইনভঙ্গকারীকে সাধারণ সতর্কবাণী প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। খুবই ব্যতিক্রমী কোন ক্ষেত্রে এই বিষয়টি প্রযোজ্য হবে ।

অন্য সকল মামলার ক্ষেত্রে, প্রসিকিউটর কোন সাধারণ সতর্কবাণী প্রদানের সুপারিশ করতে পারেন বা অন্য কোন পরামর্শ দিতে পারেন, যেমন পেনাল্টি নোটিশ ফর ডিসঅর্ডার-এর ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিতে পারেন ।

তবে পেনাল্টি নোটিশ ফর ডিসঅর্ডার (Penalty Notice for Disorder) -এর বিষয়টি পুলিশের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।

শর্তাধীন সতর্কবাণী, সাধারণ সতর্কবাণী বা অন্যান্য আউট-অব-কোর্ট ডিসপোজাল মেনে চলা হলে তার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারটা ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের স্থান নিয়ে নেয়। যদি কোন আউট-অব-অর্ডার ডিসপোজালের প্রস্তাব নাকচ করা হয়, তাহলে মূল অপরাধের জন্য ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি অন্য কোন আউট-অব-অর্ডার ডিসপোজালের নিয়মনীতি অনুসরণ করা না হয় তাহলে প্রসিকিউটরেরা জনস্বার্থের বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনা করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে যে অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে কি না। সাধারণত মূল অপরাধের জন্য ফৌজদারিতে সোপর্দ করা উচিত।

শিশু-কিশোর

ক্রিমিনাল ল'র বিষয়গুলোতে একজন শিশু-কিশোর হল 18 বছরের কম বয়সী কোন ব্যক্তি।

প্রসিকিউটরদের অবশ্যই শিশু-কিশোরদের বিচার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য বহাল রাখতে হবে, যা শিশু-কিশোর কর্তৃক কৃত অপরাধ দমন। জনস্বার্থের জন্য ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময় প্রসিকিউটরদেরকে অবশ্যই শিশু-কিশোরদের স্বার্থের বিষয়ও বিবেচনায় রাখতে হবে। তবে শুধুমাত্র অপরাধীর বয়সের কারণে প্রসিকিউটরদের ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাওয়াটা উচিত হবে না। অপরাধের গুরুত্ব ও শিশু-কিশোর অপরাধীর অতীত আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যদি শিশু-কিশোরটিকে ইতিমধ্যেই কঠোর হুঁশিয়ারি ও চূড়ান্ত সতর্কবাণী দিয়ে দেয়া হয়ে থাকে তবেই সাধারণত শিশু-কিশোররা সম্পৃক্ত আছে এমন মামলাগুলোকে কেবলমাত্র প্রসিকিউশন সার্ভিস-এর কাছে তুলে ধরা হয় । তবে যদি মামলাটি এতই গুরুতর হয় যে হুঁশিয়ারি ও সতর্কবাণীর কোনটিই প্রযোজ্য না হয় বা যদি শিশু-কিশোরটি তার অপরাধ স্বীকার না করে, সে ক্ষেত্রে এটি করা হয় না।

কঠোর হুঁশিয়ারি, চূড়ান্ত সতর্কবাণী ও শর্তাধীন সতর্কবাণী প্রদানের উদ্দেশ্য হল একই অপরাধ আবার ঘটা থেকে বিরত রাখা এবং এরকম যদি ঘটে যায় তার অর্থ হবে যে পূর্ববর্তী পদক্ষেপগুলো সফল হয়নি । জনস্বার্থের জন্য এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

দোষ স্বীকার

মাঝেমধ্যে আসামী কৃত অভিযোগসমূহের সবগুলো স্বীকার না করে কিছু করে, বা সম্ভাব্য কম গুরুতর ভিন্ন কোন অপরাধ স্বীকার করতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রসিকিউটরেরা যদি মনে করেন যে আদালত এই অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কোন দণ্ড প্রদান করতে পারবে তবেই কেবল তারা এর সাথে একমত হতে পারেন। ফৌজদারী মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবিরা বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটকে বিশেষ ধরণের কোন দণ্ড বিধান করার অনুরোধ করতে পারবেন না।

কৃত দোষ স্বীকার গ্রহণযোগ্য কি না এবং তা করা জনস্বার্থের পক্ষে উপকারী হবে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে প্রসিকিউটরদের নিশ্চিত করতে হবে যে ভুক্তভোগীর স্বার্থ বা কোন কোন মামলায় ভুক্তভোগীর পরিবারের স্বার্থের দিকেও নজর দেয়া হয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত প্রসিকিউটরকেই নিতে হবে।

ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা

সাধারণত যদি প্রসিকিউশন সার্ভিস সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা বিবাদীকে এই কথা বলেন যে কোন ধরণের ফৌজদারি সোপর্দকরণজনিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বা ফৌজদারি সোপর্দকরণে ক্ষান্ত দেয়া হয়েছে, তাহলে মামলা আবার শুরু হবে না।। তবে মাঝে মধ্যে বিশেষ কিছু কারণে প্রসিকিউশন সার্ভিস ফৌজদারি সোপর্দকরণের ব্যবস্থা না নেবার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বদলে ফেলেন। এই কারণগুলোর মধ্যে আছে যে মূল সিদ্ধান্তের বিষয়ে নতুন ভাবে দৃষ্টি দেয়ার ফলে তা ভুল মনে হওয়া এবং ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম-এ আস্থা বজায় রাখার জন্য ফৌজদারিতে সোপর্দকরণের প্রয়োজন অনুভূত হওয়া বা পরবর্তীতে আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রাপ্তি।

ভিক্টিম সাপোর্টলাইন

আপনার যদি আরো সাহায্য বা সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আপনি নিম্নোক্ত নম্বরে ভিক্টিম সাপোর্টলাইন-কে ফোন করতে পারেন:

0845 30 30 900

এটি ভিক্টিম সাপোর্ট (Victim Support) কর্তৃক পরিচালিত। ভিক্টিম সাপোর্ট হল একটি স্বতন্ত্র দাতব্য সংস্থা যেটির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকরা অপরাধের কারণে প্রভাবিত মানুষদেরকে আবেগসংক্রান্ত সহায়তা, তথ্যাবলী ও ব্যবহারিক সহায়তা প্রদান করেন।

ভিক্টিম সাপোর্টলাইন (Victim Supportline) হল একটি লোকাল নম্বর এবং এটি হল রিপোর্ট করা না করা যে কোন ধরণের অপরাধের কারণে প্রভাবিত মানুষদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের স্থল।

কর্মচারীরা ভিক্টিম সাপোর্ট-এ লভ্য বিনামূল্যের ও গোপনীয় পরিষেবার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং আপনাকে স্থানীয় ভিক্টিম সাপোর্ট স্কীম (Victim Support Scheme) বা উইটনেস সার্ভিস (Witness Service) বা প্রয়োজনে অন্য যে কোন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবেন।

অভিযোগ

আমাদের লক্ষ্য হল অভিযোগসমূহের ব্যাপারে সংবেদনশীলভাবে, পক্ষপাতহীনভাবে ও গোপনীয়তার সাথে কাজ করা। আমাদের অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সিপিএস ওয়েবসাইট www.cps.gov.uk -এ পাওয়া যাবে।

প্রয়োজনীয় যোগাযোগ

ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম অনেকগুলো সংস্থা নিয়ে গঠিত। আপনার বিস্তারিত তথ্যের প্রয়োজন পড়লে নিম্নোক্ত সংস্থাগুলো আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

দ্য হোম অফিস (The Home Office)
www.homeoffice.gov.uk
টেলিফোন: 020 7035 4848
ই-মেইল: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

দ্য মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস (The Ministry of Justice)
www.justice.gov.uk
টেলিফোন: 020 3334 3555
ই-মেইল: general.queries@justice.gsi.gov.uk

কোর্ট সার্ভিস (Court Service)
www.hmcourts-service.gov.uk
টেলিফোন: 0845 4568770

ক্রিমিনাল জাস্টিস সার্ভিস (Criminal Justice Service)
www.cjsonline.gov.uk
OCJRenquiry@cjs.gsi.gov.uk

দ্য এসোসিয়েশন অব চিফ পুলিশ অফিসারস (The Association of Chief Police Officers)
www.acpo.police.uk
টেলিফোন: 020 7084 8950
ই-মেইল: info@acpo.pnn.police.uk

ভিক্টিম সাপোর্ট (Victim Support)
www.victimsupport.org.uk
টেলিফোন: 0845 30 30 900

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কেয়ার এন্ড রিসেটেলমেন্ট অব অফেন্ডারস (National Association for the Care and Resettlement of Offenders)
www.nacro.org.uk
টেলিফোন: 020 7840 7200

ইউথ জাস্টিস বোর্ড (Youth Justice Board)
www.yjb.gov.uk
টেলিফোন: 020 3372 8000
ই-মেইল: enquiries@yjb.gov.uk

সিপিএস এনকোয়ারিজ (CPS Enquiries)

সিপিএস-এর ব্যাপারে সাধারণ তথ্য ও কার সাথে যোগাযোগ করবেন সে ব্যাপারে পরামর্শের জন্য অনুগ্রহ করে সিপিএস এনকোয়ারিজ-এর সাথে যোগাযোগ করুন
ই-মেইল: enquiries@cps.gsi.gov.uk

এই ইউনিট আপনাকে লিগেল অ্যাডভাইস (আইনবিষয়ক পরামর্শ) দিতে পারবে না, তবে আপনাকে ব্যবহারিক তথ্য প্রদান করতে পারবে। আপনি আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফরম্যাল ফিডব্যাক (আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া) বা যে কোন অভিযোগের বৃত্তান্ত প্রদান করতে পারবেন।

এটি হল একটি পাবলিক ডকুমেন্ট (জনসাধারণের দলিল)।

এই ডকুমেন্টের আরো কপি ও অন্যান্য ভাষা ও ফরম্যাটে বিষয়ে তথ্য এখান থেকে পাওয়া যাবে:

সিপিএস কমিউনিকেশন ডিভিশন (CPS Communication Division)
Rose Court
Southwark Bridge
London SE1 9HS

ই-মেইল: publicity.branch@cps.gsi.gov.uk

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস-এর ব্যাপারে আরো তথ্য এবং এই ডকুমেন্টের ইলেক্ট্রনিক কপি দেখতে বা ডাউনলোড করতে অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করুন:
www.cps.gov.uk

সিপিএস পলিসি ডাইরেক্টরেট (CPS Policy Directorate)
© ক্রাউন কপিরাইট 2010